ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

দিলজিতের কনসার্টে দীপিকার পাগলা নাচ, মুহূর্তেই ভাইরাল স্যোশাল মিডিয়ায়

পৃঃ ৫

বায়ার্নে চুক্তি নবায়ন করতে চান না মুসিয়ালা

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩৪৮ ● কলকাতা ● ১১ পৌষ, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

আগামী ৩০শে ডিসেম্বর সন্দেশখালি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চলেছেন উন্নয়নের কান্ডারী মমতা

সাংবাদিক বৈঠকে বৃহস্পতিবার জানালেন

বেবি চক্রবর্ত্তী : কলকাতা

বছর শেষ হতে আর কয়েকদিন বাকি। আর বছরের শুরুতে তপ্ত হয়ে উঠেছিল উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি। রাস্তায় নেমেছিলেন মহিলারা। সেইসময় প্রশ্ন উঠেছিল, মুখ্যমন্ত্রী কেন সন্দেশখালি যাচ্ছেন না? সেই উত্তপ্ত পরিস্থিতির কয়েক মাস পর সন্দেশখালি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে নিজেই সেকথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।এদিন সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “নির্বাচনের আগে অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দিদি আপনি সন্দেশখালি গেলেন না? আমি বলেছিলাম, পরে যাব। আগামী ৩০ ডিসেম্বর বেলা ১টায় সরকারি ডিস্ট্রিবিউশন কর্মসূচিতে সন্দেশখালি যাব। সরকারের বিভিন্ন পরিষেবা মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে।”

চলতি বছরের জানুয়ারির শুরুতে সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশিতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিল ইডি। এরপর শাহজাহানের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উঠে। রাস্তায় নামেন মহিলারা। অস্বস্তিতে পড়ে রাজ্যের শাসকদল। বিরোধীরা সরব হয়। এমনকি, লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে সন্দেশখালির ঘটনাকে হাতিয়ার করে বিরোধীরা। তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, তিনি পরে সন্দেশখালি যাবেন। আর বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে জানালেন, আগামী ৩০ ডিসেম্বর সন্দেশখালিতে সরকারি কর্মসূচিতে পা রাখবেন তিনি।

'বাংলায় কোনও জঙ্গি নেই', বলছেন ফিরহাদ; 'পাল্টা জবাব সজলের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

পশ্চিমবঙ্গে কোনও জঙ্গি নেই। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো ইচ্ছে করে কেস সাজাচ্ছে, এমনই গুরুতর অভিযোগ তুললেন ফিরহাদ হাকিম । এদিকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি যতই অশান্ত হচ্ছে, মৌলবাদী-কট্টরপন্থীদের দাপট যত বাড়ছে, ততই পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে! বাংলাদেশের জেল থেকে জঙ্গি পালানো, একাধিক সন্দেহভাজন জঙ্গিকে বাংলাদেশ প্রশাসনের মুক্তি দেওয়া,পশ্চিমবঙ্গে ভুয়ো নথি দিয়ে তৈরি পাসপোর্ট বাংলাদেশিদের হাতে যাওয়া,বাংলাদেশি জঙ্গির ধরা পড়া,পরপর এই ধরনের ঘটনায় উদ্বেগ-আতঙ্ক চরমে উঠছে।অন্যদিকে, পাসপোর্ট জালিয়াতি মামলায় গ্রেফতার আরও ১। দত্তপুকুরের বাড়ি থেকে ভোরে পাকড়াও মোক্তার আলম। উদ্ধার একাধিক ব্যক্তির প্যান কার্ড, এটিএম কার্ড। আগেও পাসপোর্ট জালিয়াতি মামলায় গ্রেফতার করা হয় মোক্তারকে। গ্রেফতার করে চুঁচুড়া থানার পুলিশ। 'বাংলাতে জঙ্গি ঢুকলে তার দায়ভার কার? তার দায়ভার বাংলার স্বরাষ্ট্র দফতর নয়, দায় কেন্দ্রীয় সরকারের। কোথায় গেল ৫৬ ইঞ্চি ছাতির বড় বড় কথা, কোথায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কী করছে বিএসএফ? সীমান্তের দায়িত্ব তো ভারত সরকারের। মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, নেপাল থেকে জঙ্গি ঢুকলে দায়ভার কার? নিজের প্রচারের জন্য মন্তব্য শুভেন্দুর, পরপর হারের পর তৃণমূলের বিরুদ্ধে কুৎসা,' শুভেন্দুকে পাল্টা আক্রমণ ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক সওকত মোল্লার।

এই প্রেক্ষাপটে কলকাতার মেয়র বলছেন, "এখানে রাজ্যে এই মুহূর্তে কোনও জঙ্গি নেই। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো তাঁদের পলিটিক্যাল মাইলেজ বাড়ানোর জন্য ইচ্ছে করে কেস সাজাচ্ছে। আমাদের ওপরে কেস করে ইচ্ছে করে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করছে। এছাড়া এই এজেন্সিগুলোর যাঁরা অভিভাবক তাঁদের কথা মত এগুলো করে।"

এদিকে ফিরহাদ হাকিমের পাল্টা জবাব দিলেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। তিনি বলেন, "উনিই তো সবচেয়ে বড় জঙ্গি। ওঁনার জন্যই তো রাজ্যে এত বিভেদ তৈরি হচ্ছে। এঁরাই এখানে অশান্তি তৈরি করছেন। নামের বিভেদ তৈরি হচ্ছে। কাশ্মীর পুলিশ এসে ধরছে। ওখানে কি বিজেপি সরকার রয়েছে? রাজনীতি খোঁজা হচ্ছে কেন তাহলে?" এদিকে, ক্যানিং থেকে ধৃত কাশ্মীরি জঙ্গি জাভেদ মুন্সি কয়েক মাস ঘাঁটি গেড়েছিল নেপালে, খবর গোয়েন্দা সূত্রের। ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে নেপালে ছিল জাভেদ আহমেদ মুন্সি। নেপাল হয়ে অস্ত্রপাচারে যুক্ত ছিল জাভেদ। ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে অস্ত্র কারবারে যুক্ত ছিল জাভেদ, গোয়েন্দা সূত্রে খবর। নেপাল হয়ে ভারতে নাশকতার জন্য জঙ্গিদের অস্ত্র পাঠাত জাভেদ। ইউনূস জমানায় ফের পাকিস্তানের কাছাকাছি বাংলাদেশ। পাক জঙ্গি সংগঠনগুলি এখন ফের বাংলাদেশের পুরনো রুট দিয়ে অস্ত্র ঢোকানোর ছক কষছে। সেকারণেই জাভেদকে পাঠানো হয়েছিল ক্যানিংয়ে, অনুমান গোয়েন্দাদের।

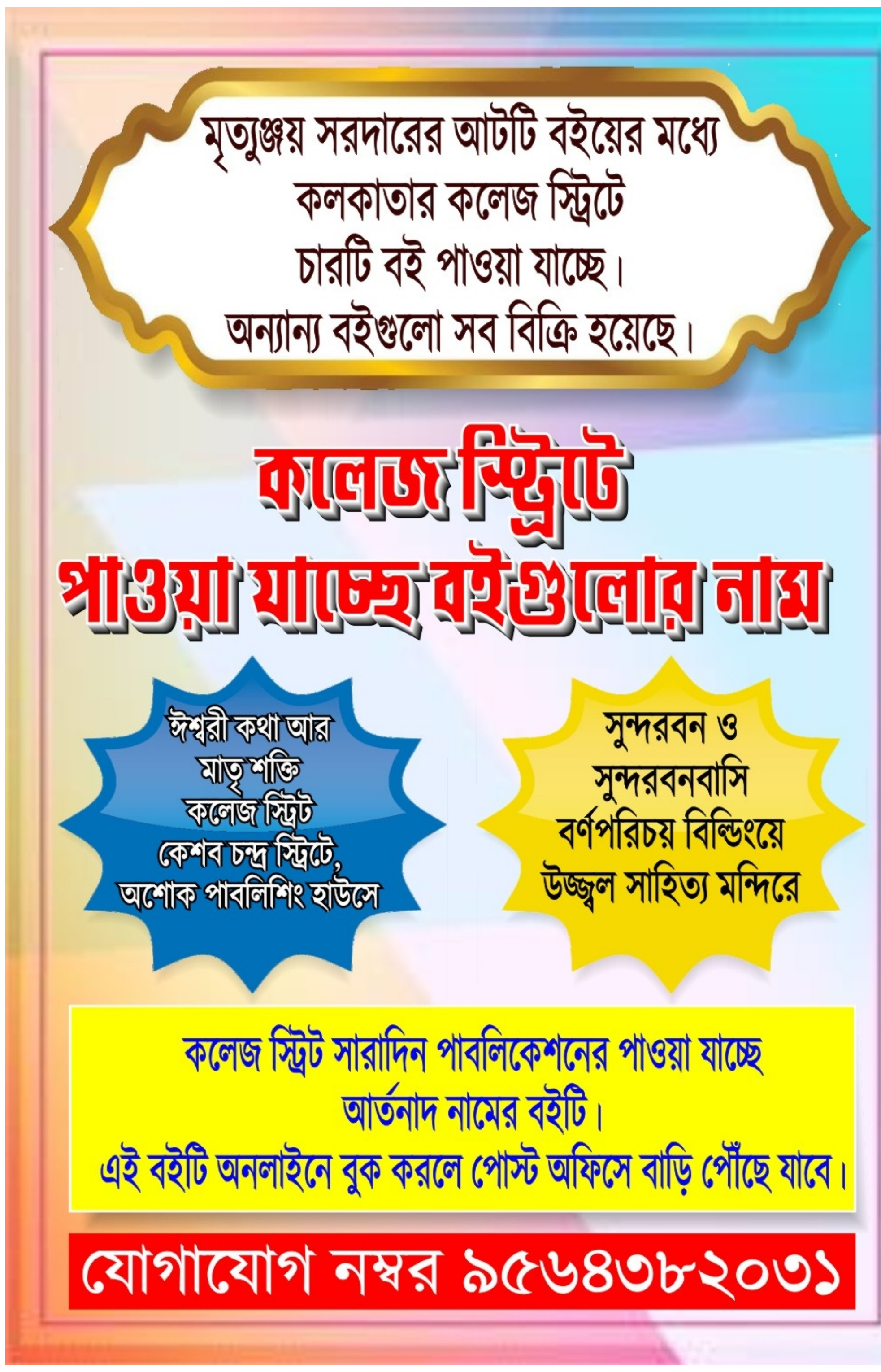

যে বিরোধীরা শাসক দলের বদনাম করে তারাই সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে পেলেন আবাসের বাড়ির টাকা

কলকাতা

সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী নম্বরে ফোন করে পাঁশকুড়ায় বাড়ি পেলেন বহু বিজেপি নেতা কর্মী।মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক রঙ দেখেন না দাবি তৃণমূলের।আরো অভিযোগ বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যরা প্রভাব খাটিয়ে বাড়ি পাচ্ছেন।শুরু রাজনৈতিক তরজা। জানা গেছে,'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' নম্বরে ফোন করে পাঁশকুড়ার বহু বিজেপি নেতা কর্মী আবাস যোজনার বাড়ি তৈরির টাকা পেলেন।তালিকায় রয়েছে বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধানের ভাসুর, পঞ্চায়েত সদস্য সহ আরো অনেকে। পাঁশকুড়া ব্লকের হাউর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির প্রধান ছন্দা জানা মন্ডল। তার ভাসুর উত্তম মণ্ডল সক্রিয় বিজেপি কর্মী।সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে পেলেন আবাসের বাড়ির টাকা।উত্তম মন্ডল বলেন, তিনি সক্রিয় বিজেপি কর্মী। এই গ্রাম পঞ্চায়েত আগে তৃণমূলের দখলে ছিল।তার বাড়ির নাম যতবার তোলা হতো আবাস তালিকায়, ততবার তার ভাইয়ের পাকা বাড়ি দেখিয়ে নাম কেটে দিত তৃণমূল বলে অভিযোগ।এখন গ্রাম পঞ্চায়েতে ক্ষমতায় এসছে বিজেপি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে তিনি বাড়ি পেলেন। হাউর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছানাগড় বুথের বিজেপির সদস্য বিকাশ বাগ। তার বসতবাড়ির অবস্থা খুবই শোচনীয়। কোথাও বৃষ্টির জল পড়ছে। কোথাও ছাদ ভেঙ্গে নিচে পড়ছে।তিনিও সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে পেয়েছেন আবাসের বাড়ি।

মুর্শিদাবাদের প্রত্যেক ব্লকে জঙ্গি ইউনিট? নতুন সংগঠনের গতিবিধি নিয়ে চিন্তায় গোয়েন্দারা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

চিন্তার শেষ নেই গোয়েন্দাদের। বাংলাদেশের অশান্তির আবহে যেন চিন্তার ভাঁজ যেন আরও চওড়া হয়েছে গোয়েন্দাদের কপালে। এরইমধ্যে বাংলার নানা প্রান্ত থেকে ধরা পড়েছে একাধিক জঙ্গি। নাশকতার ছক যে কষা হয়েছে সেই ইঙ্গিতও মিলেছে। এমনকী বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপরেও হামলা হতে পারে বলে গোয়েন্দা সূত্রে খবর মিলেছে।

২১ সেপ্টেম্বর লালগোলাতেও একটি বৈঠক হয়েছিল। সেখানে ঝউচও ও চঋও-সহ ৩টি সংগঠনের বৈঠক হয়। লালগোলায় এক ঝউচও নেতার বাড়িতে হয়েছিল বৈঠক। গোয়েন্দাদের মতে, ভারতে গোয়েন্দাদের চাপে ঔগই-সহ বেশ কয়েকটি সংগঠন দুর্বল হতে শুরু করায় সেখান থেকে ছিটকে যাওয়া সদস্যদের একটি নতুন সংগঠনে নিয়ে আসার পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। যার জন্য আদর্শ ভুলে অনেকগুলি সংগঠনকে এক ছাতার নিচে এনে ভারতে জেহাদি কার্যকলাপ ছড়ানোর চেষ্টা চলছে। শুরু হয়েছে সংগঠন বিস্তারের কাজ। সংগঠনটির গতিবিধি দেশবিরোধী কার্যকলাপের দিকেই এগোচ্ছে বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা। তাই স্বভাবতই উদ্বেগ বাড়ছে।বাংলায় ঢুকেও পড়েছে জঙ্গিরা। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে রাজ্য পুলিশকে সতর্ক করেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। তবে রাজ্যে মাথাচাড়া দেওয়া নতুন একটি সংগঠনের কার্যকলাপে উদ্বেগ বাড়ছে গোয়েন্দাদের।

সূত্রের খবর, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে ওই সংগঠনের গতিবিধি নিয়ে রিপোর্ট জমা পড়েছে। নজর রয়েছে রাজ্যের গোয়েন্দাদেরও। এও জানা যাচ্ছে, সংগঠনের সদর দফতর মধ্য প্রাচ্যের একটি দেশে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, গত ৩ সেপ্টেম্বর ওই সংগঠনে ভারতীয় শাখা মুর্শিদাবাদে বৈঠক করে। সেখানে সংগঠনের মাথা নির্দেশ দেন বাংলাদেশ থেকে একজন সংগঠনের কাজে আসবে। যার জন্য ফান্ডিংয়ের ব্যবস্থা করবে শা** আ** নামে এক সদস্য। প্রশিক্ষণ শেষে দু'জনই বাংলাদেশ যাবে সংগঠনের কাজের প্রয়োজনে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২৮ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ওই সংগঠনের সঙ্গে জামাত উল মুজাহিদিনের ছায়াসঙ্গী সংগঠনের একটি বৈঠক হয়। সেখানে সংগঠনের ভারতীয় শাখার ৪ সদস্য উপস্থিত ছিল। বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয়, মুর্শিদাবাদের প্রত্যেক ব্লকে সংগঠন বিস্তার করবে JMB ঘনিষ্ঠ সংগঠনটি। এক মৌলানাকে নির্দেশ দেওয়া হয় মধ্য প্রাচ্যের দেশটিতে সংগঠনের সদর দফতরের সঙ্গে ভাল যোগাযোগ বজায় রাখার জন্য। খেলা এখানেই শেষ নয়।

আয়ু রয়েছে তাঁর, জানিয়ে দিলেন দলাই লামা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আগেই নিউ ইয়র্কে হাঁটুর অস্ত্রোপচার হয়েছে দলাই লামার। এই মূহুর্তে তিব্বতি বৌদ্ধদের নেতা চতুর্দশ দলাই লামা ওরফে তেঞ্জিন গিয়াৎসো। অস্ত্রোপচার হওয়ার পর থেকেই জন সমক্ষে আসেননি তিনি। বন্ধ ছিল ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। এদিকে বয়স কম হয়নি তাঁর। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত গোটা বৌদ্ধ সমাজ। প্রসঙ্গত, হাঁটুর অস্ত্রোপচারের পরে দলাই লামা প্রায় তিন মাস জন চক্ষুর আড়ালে ছিলেন। এখন তাঁর বয়স ৮৯ বছর। কিছুদিন আগে নিউইয়র্ক থেকে উত্তর ভারতের ধর্মশালায় হিমালয়ের বাসভবনে ফিরে এসেছেন তিনি। তবে এখনও একা একা হাঁটতে পারছেন না। সেপ্টেম্বর থেকেই অনুরাগীদের সঙ্গে সপ্তাহে তিনবার করে দেখা করছেন। ১০০ বেশি দর্শনার্থীকে দেখা দেন তিন।দলাই লামার কিছু হয়ে গেলে পরবর্তী অর্থাৎ ১৫ তম দলাই লামা কে হবেন, তাও এখনও ঠিক হয়নি। তাই তাঁর অবর্তমানে তিব্বতি বৌদ্ধ সমাজকে নেতৃত্ব কে দেবেন তা নিয়ে রয়ে গিয়েছে ধোঁয়াশা।

তবে সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন দলাই লামা নিজেই। নোবেল বিজয়ী ধর্মগুরুর শরীর কেমন আছে এবং তাঁর পরে কে হতে পারেন ১৫ তম দলাই লামা, রয়টার্সের এই প্রশ্নের উত্তরেই নিজের আয়ু কত দিন তা জানিয়েছেন দলাই লামা। দলাই লামা জানান স্বপ্নাদেশ অনুসারে তাঁর মৃত্যু এখনও দেরী আছে। তিনি ১০০ বছরের থেকে বেশিদন বাঁচবেন।

সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে তিনি বলেন, "আমার স্বপ্ন অনুসারে, আমি ১১০ বছর বাঁচতে পারি"।

শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে শিক্ষাসাথী নামক নতুন প্রকল্প ঘোষণা করলো মানবিক মুখ্যমন্ত্রী

বেবি চক্রবর্ত্তী : কলকাতা

রাজ্যের শিক্ষার্থীদের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্প আনা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে। বিনামূল্যে স্কুলের ড্রেস, ব্যাগ, বই থেকে শুরু করে সবুজ সাথীর সাইকেল ও মাধ্যমিকের পরেই ট্যাব দেওয়া হয়। এছাড়াও বেশ কিছু স্কলারশিপ রয়েছে যাতে আর্থিক সাহায্য পায় গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা। তবে এবার বড়দিনে আরও এক প্রকল্পের ঘোষণা এল রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। বর্তমনে সময়ে দাঁড়িয়ে সব কিছুর মত পড়াশোনার জন্য প্রয়োজনীয় বই খাতার দামও বেড়েই চলেছে। তাই সরকাররের তরফ থেকে চালু করা হয়েছে 'শিক্ষাসাথী' প্রকল্প। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের বাজারের তুলনায় কম দামে খাতা দেওয়া হবে। স্বাভাবিকভাবেই এই খবর প্রকাশ্যে আসার পর হাসি ফুটেছে পড়ুয়া থেকে শুরু করে অভিভাবকদের মুখে।যেমনটা জানা যাচ্ছে রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প দফতরের তরফ থেকে এই খাতা তৈরী করা হবে। আপাতত তিন ধরণের খাতা কিনতে পাওয়া যাবে। খাতার মধ্যেই সরকারের দ্বারা প্রদত্ত বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প ও তার সুবিধা সম্পর্কে লেখা থাকবে। 'শিল্পবার্তা প্রিন্টিং প্রেস লিমিটেড' থেকেই এই খাতা ছাপানো হবে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। কারণ আগে এই প্রেস থেকে রাজ্য সরকারের অনেক কিছু ছাপানো হলেও বর্তমানে

এরপর ৩ পাতায়

নবান্ন সভাগৃহ থেকে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন জেলায় জেলায় শপিং মল তৈরি কথা ঘোষণা করেন

কলকাতা

বছর শেষের মুহূর্তে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। বৃহস্পতিবার বিকেলে নবান্ন সভাগৃহ থেকে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন জেলায় জেলায় শপিং মল তৈরি করা হবে। সেই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগপতিদের জমির ব্যবস্থা করে দেবে রাজ্য সরকার। তবে সেই শপিং মলগুলি দুটি তল পৃথকভাবে রাখতে হবে স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য ও আর্টিজানদের জন্য।এরফলে জেলায় জেলায় স্থানীয় স্তরে অর্থনীতি অনেক মজবুত হবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।সাংবাদিক বৈঠকে বাস্তব জীবনের একটি অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জেলায় তাকে একবার এক যুবক আশান্বিত হয়ে একটি চিরকুট দিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল আমাদের জেলায় কী শপিং মল হবে না ? এই ঘটনা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কলকাতা শহর বা তার আশেপাশের আধুনিক শপিং মলের মতোই জেলার শপিং মলে থাকবে ক্যাফেটেরিয়া, থাকবে রেস্তরাঁ। এছাড়াও থাকবে আধুনিক সিনেমা হল। মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন, এরফলে জেলাস্তরে বাংলা ছবির ডিস্ট্রিবিউশন আরও বেশ কিছুটা বাড়বে।এইজন্য জমি চিহ্নিত করে দেবে রাজ্য সরকার। তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার আওতায় থাকা আলিপুর চিড়িয়াখানার উল্টোদিকের খালি জমিতে একটি শপিং মল তৈরির কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও আলিপুর সংগ্রহশালার উল্টোদিকের জমিতে চামড়াজাত দ্রব্যের একটি সরাসরি বিক্রয় কেন্দ্রের কথাও ঘোষণা করেন। আর সেখানেই তৈরি হবে বাংলার শাড়ির বিক্রয় কেন্দ্র।

দিনে দুপুর ধরমপুর এলাকার রাজ্য সড়কের ধারে উদ্ধার বোমা, এলাকায় চাঞ্চল্য

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

বৃহস্পতিবার দুপুরে গোপীবল্লভপুর থানা এলাকার ধরমপুর চকে রাজ্য সড়কের পাশে একাধিক তাজা বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, রাজ্য সড়কের পাশে কেউ বা কারা একটি ব্যাগের মধ্যে একাধিক তাজা বোমা ফেলে রেখেছিল। বোমা উদ্ধারের ঘটনায় ধরমপুর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয়রা জানান, গ্রামের কয়েকজন এদিন দুপুরে মাঠে সবজি চাষের কাজ করছিলেন। তারাই ব্যাগের মধ্যে থাকা বোমাগুলি দেখতে পান। পরে গোপীবল্লভপুর থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমাগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি কে? মুখ খুললেন সুকান্ত

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন

বিজেপির রাজ্য সভাপতি বিতর্কে মুখ খুললেন সুকান্ত মজুমদার ।নতুন রাজ্য সভাপতি নিয়ে নানা চর্চা চলছে দলের মধ্যে। অনেকের নাম উঠে আসছে। আবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে রাজ্য সভাপতি করার পক্ষে সওয়াল করেছেন তথাগত রায় থেকে অর্জুন সিংরা। এই পরিস্থিতিতে বুধবার বঙ্গ বিজেপির বর্তমান রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, 'দলের প্রতি প্রত্যেকের দায়বদ্ধতা থাকা উচিত।

কুণালের দাবি, "এখন পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন বেশি হচ্ছে অন্য রাজ্যের তুলনায়। উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাপকাঠিতে পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে।" বুধবার সকালে বিজেপির সল্টলেক পার্টি অফিসে অটলবিহারী বাজপেয়ীর

১০০তম জন্মদিবস উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে ছিলেন সুকান্ত মজুমদার, রাহুল সিনহারা। এদিন রাজ্যজুড়েই বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সুশাসন দিবস পালন করে বিজেপি।বিজেপির প্রতি সুকান্ত মজুমদারের দায়বদ্ধতা আছে। সাংসদ থাকলে এবং না থাকলেও সুকান্ত বিজেপিরই। যদি একজন সাংসদও বিজেপির না থাকে, এটা যদিও হবে না। তবুও কথার কথা বলছি, সুকান্ত তখনও বিজেপিই থাকবে।"দলের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে সুকান্তর এই মন্তব্যের নিশানায় বিজেপির কারা তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে পদ্ম শিবিরে। অন্যদিকে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিনে দলীয় কর্মসূচি থেকে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের দাবি, "বিজেপিই আনতে পারবে সুশাসন। ছাব্বিশে বাংলায় বিজেপি সরকার তৈরি হবে। আমরা অপেক্ষা করছি পশ্চিমবঙ্গে কবে সুশাসন আসবে।" সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সুকান্তর এই সুশাসনের মন্তব্যের পালটা মুখ খুলেছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। সুকান্তকে স্মরণ করিয়ে

এরপর ৩ পাতায়

বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠানোর ঘোষণা মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ঘোষণা দিয়েছেন, অবৈধ বাংলাদেশিদের শিগগিরই ফেরত পাঠানো হবে। বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) মহারাষ্ট্রের নাগপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন তিনি। দেবেন্দ্র ফড়নবিশ বলেন, অবৈধ বাংলাদেশিদের মহারাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত করা হবে। যারা বৈধ নথি ছাড়া বসবাস করছেন, তাদের চিহ্নিত করতে রাজ্যজুড়ে তল্লাশি চলছে। অবৈধ বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

তিনি বলেন, রাজ্যে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের শিগগিরই ফেরত পাঠানো হবে। তাদের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অভিযান পরিচালনা করছে। এতে শনাক্ত হওয়া অভিবাসীদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে।

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের কল্যাণ শহর ও এর আশপাশের এলাকা থেকে কয়েকজন অবৈধ বাংলাদেশিকে আটক করেছে মুম্বাই পুলিশ। রাজ্যের অন্যান্য এলাকাতেও তারা অবৈধভাবে বসবাস করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে। এরপর থেকে বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্কে ব্যাপক টানাপোড়েন চলছে। এর মাঝেই ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিসহ অন্যান্য রাজ্যে বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে দেশটির আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। আগের ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআইয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়, নয়াদিল্লিতে বসবাসরত বাংলাদেশি অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ধরপাকড় অভিযান চলছে। গত কয়েকদিনের অভিযানে এখন পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার বাংলাদেশিকে শনাক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ। চলতি মাসের শুরুতে দিল্লিতে বসবাসরত অবৈধ বাংলাদেশিদের শনাক্ত ও তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে মুখ্য সচিব এবং পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দেন দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর। তাদের বিরুদ্ধে ২ মাসের বিশেষ অভিযান চালানোর নির্দেশনাও দেন তিনি।

২ পাতার পর

বিজেপির রাজ্য সভাপতি কে? মুখ খুললেন সুকান্ত

দিয়ে কুণাল বলেন, "শ্রেষ্ঠ রাজ্য সরকার হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সুকান্ত মনে রাখবেন অটলবিহারী বাজপেয়ীর নাম যতবার উচ্চারন করবেন ততবার একইসঙ্গে উচ্চারণ করবেন বাজপেয়ী গুজরাতে গিয়ে সেখানকার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজধর্ম পালন করতে, যে মোদি রাজধর্ম পালন করতেন না তাঁকে রাজধর্ম শেখাতে হয়েছিল বাজপেয়ীকে।"

হাসিনার নথি চাওয়ার পরই আগুন সচিবালয়ে!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ঢাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড নিয়ে দানা বাঁধছে নানা জল্পনা। নাশকতার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না অন্তর্বর্তী সরকার। এই পরিস্থিতিতে উঠে আসছে আর এক তত্ত্ব। শেখ হাসিনার সমস্ত নথি চাওয়ার পর সচিবালয়ে আগুন লাগা দেশের মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে বলে মত বিএনপির আগুন নেভার পর বেলার দিকে সচিবালয় পরিদর্শনে যান অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ের অফিস দেখে বিমর্ষ হয়ে পড়েন তিনি। বুধবার রাতে যখন সচিবালয়ে আগুন লাগে তখন সজীব ভূঁইয়া ছিলেন নীলফামারিতে। আগুনের খবর শুনে সফর সংক্ষিপ্ত করে ফিরে আসেন ঢাকায়। দপ্তরে এসে সমস্ত কিছু দেখার পর তিনি বলেন, "আমাদের সব শেষ হয়ে গিয়েছে।" ইতিমধ্যেই এই অগ্নিকাণ্ডের কারণ খুঁজে বের করতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়েছে ইউনূস সরকার।এই ঘটনায় বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। যা নিয়ে মহম্মদ ইউনূসের এক উপদেষ্টা বলেন, "আমাদের সব শেষ হয়ে গিয়েছে।" বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো সূত্রে খবর, বুধবার রাত ১টা ৫২ মিনিট নাগাদ সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ১টা ৫৪ মিনিটে সেখানে পৌঁছয় দমকলবাহিনী ও পুলিশ। প্রথমে ৮টি ইঞ্জিন দিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু হয়। কিন্তু আগুন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পরিস্থিতি বুঝে বাড়ানো হয় ইঞ্জিনের সংখ্যা। সব মিলিয়ে ১৯টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় ছয় ঘন্টা পর বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা নাগাদ নিয়ন্ত্রণে আসে লেলিহান শিখা।কয়েকদিন আগেই ৯টি প্রকল্পে ৮০ হাজার কোটি টাকার অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয় শেখ হাসিনা ও তাঁর ছেলে সজীব আহমেদ ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে। এই তালিকায় রয়েছেন বোন রেহানা ও বোনঝি টিউলিপ সিদ্দিকেও। যার তদন্ত শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে এই সংক্রান্ত নথিপত্র চাওয়া হয়। এই প্রসঙ্গ টেনেই সচিবালয়ের অগ্নিকাণ্ড নিয়ে আজ বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, "চারদিকের বিভিন্ন ঘটনায় আমরা ভয়ার্ত। ব্যক্তিগতভাবে নয়, রাষ্ট্রীয়ভাবে ভয়ার্ত। আমরা এর আগেও দেখেছি যখন কোনও মন্ত্রী-সচিবের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদ আসে, তখন সচিবালয়ের ফাইল গায়েব হয়ে যায়। আগুন লেগে যায়। হাসিনা ও তার দোসরদের নথি চাওয়ার পর সচিবালয়ে ভয়াবহ আগুন লাগা ও অনেক নথি পুড়ে যাওয়া দেশের মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে।"

প্রধানমন্ত্রী বীর বাল দিবসে সাহেবজাদাদের অতুলনীয় সাহস এবং আত্মত্যাগ স্মরণ করেছেন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ বীর বাল দিবসে সাহেবজাদাদের অতুলনীয় সাহস এবং আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী বলেছেন যে, তাঁদের আত্মত্যাগ শৌর্য এবং মূল্যবোধের প্রতি নিষ্ঠার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মাতা গুজরিজি এবং শ্রী গুরু গোবিন্দ সিং জির সাহসের কথাও স্মরণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এক্স-এ পোস্ট করেছেন: "আজ বীর বাল দিবসে আমরা সাহেবজাদাদের অতুলনীয় সাহস এবং আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করছি। তরুণ বয়সে তাঁরা নিজেদের বিশ্বাস এবং নীতিতে অচল আস্থাবান ছিলেন, প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁদের সাহসের দ্বারা। তাঁদের ওই আত্মত্যাগ শৌর্য এবং মূল্যবোধের প্রতি নিষ্ঠার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। আমরা মাতা গুজরিজি এবং শ্রী গুরু গোবিন্দ সিংজির সাহসের কথাও স্মরণ করি। আরও বিবেকী এবং সহমর্মী সমাজ গঠনে তাঁরা যেন সবসময় আমাদের পথ দেখান।"

বাঘিনি জিনাত কি জনির রেকর্ড ভেঙে দেবে? কার খোঁজে একবারও ইউটার্ন না নিয়ে সামনে এগোচ্ছে?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রেমিকের খোঁজে নাকি অন্য কোনও কারণ? কী কারণে ওড়িশা থেকে ঝাড়গ্রাম হয়ে সোজা বান্দোয়ান, হেঁটে চলেছে বাঘিনি জিনাত? আপাতত পুরুলিয়ার রাইকা পাহাড়ে ঘাঁটি গাড়লেও ক্ষণিকের বিশ্রাম সেরে সে কি আবারও সামনের দিকে হাঁটা দেবে? বিষয়টি ভাবাচ্ছে বনকর্তাদের। সেই সূত্রে চর্চায় উঠে আসছে, গত অক্টোবর থেকে নভেম্বরে টানা ৩ মাসে ৩০০ কিমি পথ হাঁটা জনির (পুরুষ বাঘ) কথা। জিনাতের মতো জনিরও গলায় বাঁধা ছিল রেডিও কলার। সেই সূত্রেই মহারাষ্ট্রের টিপেশ্বর অভয়ারণ্য থেকে তেলেঙ্গানা, জঙ্গলপথ পরিক্রমা করে চলতি বছরে রেকর্ড গড়েছে জনি। বনকর্তাদের নিজস্ব আলোচনায় এ প্রসঙ্গে উঠে আসছে, জিনাত কি সেই রেকর্ড ভেঙে দিতে চাইছে? কারণ, এখনও ইউটার্ন নেয়নি সে! জনির দীর্ঘ হাঁটার নেপথ্যে 'কামোন্মত্ত অভিসার' এর গন্ধ পেয়েছিলেন বনকর্তারা। বাঘিনি জিনাতের ক্ষেত্রেও কি সেই একই কারণ? বনকর্তারা বলছেন, এমন সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। প্রসঙ্গত, ক্যাট ফ্যামিলি আইসোলেশন পছন্দ করে। রাইকা পাহাড়ের এই এলাকাটি বেশ নিরিবিলি। তার ওপর জঙ্গল থেকে নিজের মতো শিকারও করে নিচ্ছে। ফলে খাবারের টান না হওয়া পর্যন্ত বাঘিনি নিজের ডেরা থেকে খুব একটা নড়বে

এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে শিক্ষাসাথী নামক নতুন প্রকল্প ঘোষণা করলো মানবিক মুখ্যমন্ত্রী

সরস্বতী প্রেসেই বেশিরভাগ কাজ হয়। তবে এবার প্রেসের আধুনিকীকরণ করে সেখানেই নতুন খাতা তৈরী করা হবে।বাজারে বিক্রি হওয়া খাতার তুলনায় অনেকটাই কম দাম শিক্ষাসাথী খাতার এমনটাই জানা যাচ্ছে। মোট তিন ধরণের খাতা বিক্রি করা হবে। যার মধ্যে দুই প্রকার ১০০ পাতার খাতা থাকবে, যেগুলো ৭০ টাকা করে বিক্রি হবে আর ১০০ পাতার একটা খাতা বিক্রি হবে যেটা মাত্র ৩৭ টাকায় কেনা যাবে। তবে দামে কম হলেও মানে কিন্তু একেবারে ভালো। আর পাঁচটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির খাতার মতোই কোয়ালিটি বজায় রাখা হবে বলে জানা যাচ্ছে।প্রসঙ্গত, সরকারি এই খাতাগুলি আপাতত মঞ্জুষা স্টল থেকে কনজিউমার কো-অপারেটিভ ফোরাম ও সরকারি মেলাতে কিনতে পাওয়া যাবে। তবে আগামী দিনে রেশন দোকানেও এই খাতা কিনতে পারবেন সাধারণ মানুষেরা। এমনটাই জানালেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা।

প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি

নতুন দিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আজ রাষ্ট্রপতি ভবনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জনের জন্য ৭টি বিভাগে মোট ১৭ জন শিশুকে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার প্রদান করেছেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, দেশ এবং সমাজ তাদের জন্য গর্বিত। এই শিশুরা অনবদ্য কাজের মাধ্যমে তাদের সীমাহীন দক্ষতা প্রদর্শন করেছে। এর ফলে তাদের অতুলনীয় প্রতিভা প্রতিফলিত হয়। তারা দেশের বাকি শিশুদের কাছে উদাহরণস্বরূপ। শ্রীমতী মুর্মু বলেন, আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্য হল শিশুদের জন্য নানা সুযোগ তৈরি করে দেওয়া এবং তাদের মধ্যে যে প্রতিভা রয়েছে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া। ভবিষ্যতেও এই ঐতিহ্যকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে হবে। আজ যারা পুরস্কৃত হল, ২০৪৭ সালে দেশের স্বাধীনতার শততম বর্ষ উদযাপনের সময় এরাই সচেতন নাগরিক হয়ে উঠবে। এই প্রতিভাবান ছেলে-মেয়েরাই উন্নত ভারত গড়ার কারিগর হিসেবে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ সীমান্তে অতিরিক্ত বিএসএফ মোতায়েন, সতর্কতা জারি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ ও জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধির আশঙ্কায় ভারত অতিরিক্ত সতর্কতা জারি করেছে। সম্প্রতি দক্ষিণবঙ্গের তিনটি স্পর্শকাতর জেলার সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনের পর বিএসএফ-এর দক্ষিণবঙ্গ আইজি মনিন্দর সিং পাওয়ার জওয়ানদের সতর্ক ও সর্বদা সচেতন থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনো চরম পদক্ষেপ গ্রহণ না করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আইজি জানান, সীমান্তে নিরাপত্তায় অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। নদিয়া, মালদা এবং মুর্শিদাবাদ সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে অতিরিক্ত ২২ কোম্পানি বিএসএফ জওয়ান মোতায়েন করা হচ্ছে। জানা গেছে, রাতে নজরদারির জন্য সর্বত্র নাইট ভিশন ক্যামেরা বসানো হয়েছে। সীমান্ত লাগোয়া গ্রামগুলোতে গোয়েন্দাদের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরি করার নির্দেশও দেয়া হয়েছে। এই বিষয়ে বিএসএফের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, যেখানে কাঁটাতার নেই সেখানে বেড়া দেয়া হচ্ছে। যেখানে বেড়া নেই সেখানে অনুপ্রবেশ হচ্ছে, এটা সঠিক তথ্য নয়। ওখানে আমাদের টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। সিসিটিভি, রাতে ফ্লাড লাইট রয়েছে। আমাদের সীমান্তের একদিকে বিএসএফ অন্যদিকে বিজিবি। দুই বাহিনীর সঙ্গে ভাল যোগাযোগ আছে। আমাদের সব সময়ে চেষ্টা থাকে যাতে কোনো অনুপ্রবেশ যেন না ঘটে।'

তবে বাংলাদেশের অশান্ত পরিস্থিতির সুযোগে সীমান্ত দিয়ে সোনা পাচার কয়েকগুণ বেড়েছে। ডিসেম্বরের তিন সপ্তাহে মুর্শিদাবাদ সীমান্তে ৮০৭০ কিলোগ্রাম সোনা আটক করা হয়েছে। এ বিষয়েও বিএসএফকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩৪৮ সংখ্যা ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ শুক্রবার ১১ পৌষ, ১৪৩১

৩ পাতার পর

বাঘিনি জিনাত কি জনির রেকর্ড ভেঙে দেবে? কার খোঁজে একবারও ইউটার্ন না নিয়ে সামনে এগোচ্ছে?

বলে মনে করছেন না বনকর্তারা।

স্থানীয় সূত্রের খবর, রাইকা পাহাড়ের যে এলাকাটিতে জিনাত ঘাঁটি গেড়েছে সেখানে পাহাড়ির গাছ পালার দৌলতে কার্যত ছোট ছোট গুহাও রয়েছে। ফলে জিনাত সহজে এমন মনোরম পরিবেশ ছেড়ে বেরোবে না বলেই মনে করা হচ্ছে।

এক্ষেত্রে ফাঁদপাতা থেকে বনকর্মীরা সব ধরনের আয়োজন থাকলেও নতুন করে বাধ সেধেছে আবহাওয়া। বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে বান্দোয়ানের রাইকা পাহাড়ে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ফলে জিনাত আপাতত নিজের ডেরা থেকে বাইরে আসবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে কীভাবে বাঘিনিকে ডেরা থেকে বাইরে বের করে এনে বন্দি করা যায়, তা নিয়ে রূপরেখা তৈরি করতে বান্দোয়ানে বন দফতরের অতিথি আবাসে বৈঠকে বসেছেন বন দফতরের শীর্ষ কর্তারা। সেখানে রাজ্যের বনকর্তাদের পাশাপাশি উপস্থিত রয়েছেন ওড়িশার সিমলিপাল ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিকরাও। বন দফতরের দক্ষিণ-পশ্চিম চক্রের মুখ্য বনপাল বিদ্যুৎ সরকার রাতে বলেন, "পরিবেশ গত কারণে বাঘিনিকে বাগে আনতে কিছু সমস্যা হচ্ছে। তবে বিকল্প উপায়ের কথা ভাবা হয়েছে। আশা করছি, শীঘ্রই সুফল পাব আমরা।"

সম্পাদকীয়

ওঙ্কারেশ্বর ভাসমান সৌর প্রকল্পের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহোতে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনা ও শিলান্যাস করেছেন। বড়দিন উপলক্ষ্যে ভারত তথা বিশ্বের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষজনকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদবের নেতৃত্বে মধ্যপ্রদেশ সরকার একবছর পূর্ণ করেছে। এই উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মধ্যপ্রদেশের মানুষকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, গত এক বছরে রাজ্যে দ্রুত গতিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে, হাজার হাজার কোটি টাকার পরিকাঠামো সংক্রান্ত প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ ঐতিহাসিক কেন-বেতওয়া নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্প দাউধন বাঁধ এবং মধ্যপ্রদেশের প্রথম সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প, ওঙ্কারেশ্বর ভাসমান সৌর প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এজন্য তিনি মধ্যপ্রদেশের সাধারণ মানুষকে অভিনন্দন জানান।

ভারতরত্ন শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আজকের দিনটিকে এক অসাধারণ প্রেরণামূলক দিন হিসেবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ সুশাসন উৎসবেরও দিন। ভালো পরিষেবা আমাদের সবাইকে অনুপ্রেরণা দেয়। স্মারক ডাকটিকিট ও মুদ্রা প্রকাশের সময়ে শ্রী বাজপেয়ীকে স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বছরের পর বছর ধরে শ্রী বাজপেয়ী তাঁর মতো অনেক সেনাকে তৈরি করেছেন, তাঁদের লালন-পালন করেছেন। জাতির উন্নয়নে অটলজীর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শ্রী মোদী বলেন, আজ থেকেই ১১০০-রও বেশি অটল গ্রাম সুশাসন সদন গড়ে তোলার কাজ শুরু হলো। এজন্য প্রথম দফার অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। এই সেবাসদনগুলি গ্রামের উন্নয়নের চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সুশাসন কোনো একদিনের বিষয় নয়, "সুশাসন আমাদের সরকারের পরিচয়।" কেন্দ্রে টানা তিনবার এবং মধ্যপ্রদেশে আবার ক্ষমতায় আসার জন্য সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সুশাসনের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। তিনি বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পর উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও সুশাসনের মাপকাঠিতে দেশের মূল্যায়ন করার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, তাঁর সরকার যখনই মানুষের সেবা করার সুযোগ পেয়েছে, তখনই উন্নয়ন ও জনকল্যাণ সুনিশ্চিত করেছে। তিনি বলেন, "যদি নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে আমাদের মূল্যায়ন করা হয়, তাহলে সারা দেশ দেখতে পাবে আমরা সাধারণ মানুষের প্রতি কতটা নিবেদিত।" তিনি বলেন, যে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেশের জন্য রক্ত ঝরিয়েছিলেন, তাঁদের স্বপ্ন পূরণের জন্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেবল ভালো প্রকল্প প্রণয়ন করলেই সুশাসন নিশ্চিত করা যায় না, সেগুলির বাস্তবায়ন করা দরকার। সরকারি প্রকল্প মানুষের কতটা উপকারে এলো তাই দিয়েই সুশাসনের পরিমাপ করা যায়। তিনি বলেন, আগের সরকারগুলির আমলে প্রকল্পের পর প্রকল্প ঘোষণা করা হতো কিন্তু সেগুলি রূপায়ণের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা না থাকায় তার সুফল মানুষের কাছে পৌঁছতো না। পিএম কিষাণ সম্মান নিধির উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই প্রকল্পে মধ্যপ্রদেশের কৃষকরা ১২,০০০ টাকা করে পেয়েছেন। জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার ফলে এই টাকা তাঁদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো সম্ভব হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের লাডলি বহেনা যোজনার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আধার ও মোবাইল নম্বরের সঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সংযোগ না থাকলে এই প্রকল্প রূপায়ণ করাই সম্ভব হতো না। তিনি বলেন, সস্তার রেশন প্রকল্প আগেও ছিল, কিন্তু গরিব মানুষ তাঁদের রেশন পেতেন না। তবে, আজ দরিদ্র মানুষজন সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে বিনামূল্যে রেশন পান। প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং এক জাতি এক রেশন কার্ডের মতো উদ্যোগের ফলে জালিয়াতি দূর হয়েছে।

শ্রী মোদী বলেন, সুশাসনের অর্থ হলো নাগরিকদের নিজেদের অধিকার লাভের জন্য সরকারের কাছে ভিক্ষা করতে হবে না, বা সরকারি অফিসে ঘুরে বেড়াতে হবে না। তিনি বলেন, তাঁদের সরকারের নীতি হলো ১০০ শতাংশ সুবিধাভোগীকে ১০০ শতাংশ সুবিধার সঙ্গে সংযুক্ত করা। এটাই তাঁদের সরকারকে অন্যদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। সারা দেশ এটি দেখেছে এবং সেজন্যই তাদের বার বার মানুষের সেবা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সুশাসন, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয় ধরণের চ্যালেঞ্জেরই মোকাবিলা করে বলে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগের সরকারগুলির অপশাসনের জন্য দশকের পর দশক ধরে বুন্দেলখণ্ডের মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। বুন্দেলখণ্ডের কৃষক ও মহিলারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একফোঁটা জলের জন্য হাহাকার করেছেন। অথচ পূর্ববর্তী সরকারগুলি জল সঙ্কটের স্থায়ী সমাধানের কথা ভাবেনি। শ্রী মোদী বলেন, ড. বি.আর. আম্বেদকর প্রথম ভারতের ক্ষেত্রে নদী জলের গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন। ড. আম্বেদকরের ভাবনাতেই বড় বড় নদী প্রকল্পগুলি তৈরি হয়েছিল, জাতীয় জল কমিশনও গঠিত হয় তাঁরই প্রয়াসে। পূর্ববর্তী সরকারগুলি জল সংরক্ষণ এবং বৃহৎ বাঁধ প্রকল্পের জন্য ড. আম্বেদকরের অবদানকে স্বীকৃতি দেয়নি বলে তিনি ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। স্বাধীনতার ৭ দশক পরেও ভারতের বহু রাজ্যের মধ্যে নদীজল সংক্রান্ত বিরোধ থাকার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পূর্ববর্তী সরকারগুলির সদিচ্ছার অভাব ও অপশাসনের জন্যই এই বিষয়ে কোনো স্থায়ী সমাধান পাওয়া যায়নি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শ্রী বাজপেয়ীর সরকারই প্রথম জল সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে শুরু করে, কিন্তু ২০০৪ সালের পর সেগুলি নিয়ে আর এগনো হয়নি। তাঁর সরকার এখন দেশজুড়ে নদীগুলিকে সংযুক্ত করার অভিযানে গতি আনছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, কেন-বেতওয়া সংযুক্তিকরণ প্রকল্প এবারে বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে, এর ফলে বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে সুখ ও সমৃদ্ধির নতুন দুয়ার খুলে যাবে। এর ফলে, ছাতারপুর, টিকমগড়, নিউয়ারি, পান্না, দামোহ এবং সাগরের মতো মধ্যপ্রদেশের ১০টি জেলায় জল সেচের সুবিধা পৌঁছবে। উত্তরপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলের বান্দা, মাহোবা, ললিতপুর এবং ঝাঁসির মতো জেলাগুলিও এর থেকে উপকৃত হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মধ্যপ্রদেশ দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে নদী সংযুক্তিকরণের দুটি বৃহৎ প্রকল্পের সূচনা করেছে। তাঁর সাম্প্রতিক রাজস্থান সফরের সময়ে পার্বতী-কালিসিন্ধ-চম্বল এবং কেন-বেতওয়া সংযুক্তিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন নদীর সংযোগসাধন চূড়ান্ত করা হয় বলে তিনি জানান।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

৩. ব্যবসায় চরম উন্নতির স্বাদ মেলে:

আপনি কি কোনও ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত? তাহলে বন্ধু প্রতি শুক্রবার লক্ষ্মী মহা মন্ত্রটি পাঠ করতে ভুলবেন না যেন! কারণ এমনটা বিশ্বাস করা হয় যে এই মন্ত্রটি পাঠ করা শুরু করলে গৃহস্থে মায়ের প্রবেশ ঘটে। ফলে ব্যবসায় একের পর এক সফলতা লাভের সম্ভাবনা বাড়ে যায় বেড়ে। সেই সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যা মিটে যেতেও সময় লাগে না।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তেত্রিশতম পর্ব)

থেকে মহাভারতের সৌপ্তিকপর্বের প্রাসঙ্গিক অংশটুকুর ইংরেজ অনুবাদ উদ্ধৃত করছিঃ "When Aśvatthāman visited the camp of the Pādavas with intention of destroying them, it is said that the warriors in the Pā□dava camp saw Kālī, of black visage, having bloody mouth and eyes, wearing crimson garlands and garment, with a noose in hand. She was laughing derisively and standing in front of them, about to lead away men, horses and elephants, all bound in her snare, She appeared to take away various kinds of spirits who were bound with snares and their hair disheveled" (৭২)। কৃষ্ণবর্ণ মুখমণ্ডল, রক্তবর্ণ মুখগহ্বর, রক্তবর্ণ মালা, হাতে পাশ (চামুণ্ডা-সহ কিছু ভয়াল মাতৃকার মূর্তিরূপের হাতে পাশ থাকে), দেবী অট্টহাস্য করছেন্‌ এরকম কিছু মিল থাকলেও এই আদিম কালীরূপ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

২৬ পেরিয়ে ২৭ এ পা তৃণমূলের! নবান্নে বসে কেন ঘোষণা, ব্যাখ্যা দিলেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

১৯৭০-এর দশক। কংগ্রেসের একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন তিনি। তখন কে জানত নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা যোগেশচন্দ্র কলেজের আইনের ছাত্রীই আগামী দিন বাংলা তথা দেশের অন্যতম প্রধান রাজনীতিক হয়ে উঠবেন। ৯৮ এ কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করেছিলেন প্রয়াত গায়েত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে ২০১১ সাল থেকে তিনিই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ১ জানুয়ারি তাঁর হাতে গড়া দল ২৬ পেরিয়ে ২৭ এ পা দিতে চলেছে।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এদিন নবান্নের সভাকক্ষে সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতে দলের এই প্রতিষ্ঠা দিবসের কথা জানিয়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারি চেয়ারে বসে যে এভাবে দলীয় অনুষ্ঠানের কথা বলা ঠিক নয়, তা বিলকুল জানা আছে তাঁরও।

নিজেই সেকথা জানিয়ে মমতা বলেন, " পয়লা জানুয়ারি সরকারি ছুটির দিন। ওই দিন আমাদের দলেরও প্রতিষ্ঠা দিবস। ২৬ পূর্ণ করে ২৭ এ পা দিচ্ছে। আমি দলের কথা কখনও এখানে বলি না। তবে আমরা যেহেতু বলি মা-মাটি-মানুষের সরকার। আবার দলের তরফেও ওই দিন আমরা মা-মাটি মানুষ দিবস পালন করি। তাই একথা বললাম।"

একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এও জানান, প্রতি বছরের মতো এবারও দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে রাজ্যজুড়ে অসংখ্য রক্তদান শিবিরের আয়োজন করবেন দলের কর্মীরা এবং সাধারণ মানুষ। ওই শিবির থেকে অন্যান্য বারের মতো এবারেও ১ লক্ষ প্যাকেট রক্ত সংগ্রহ করা হবে। যা দুর্ঘটনাগ্রস্ত এবং অসহায় মানুষের সেবায় ব্যবহৃত হবে। এদিনের অনুষ্ঠান থেকে আসন্ন বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে আগামী হ্যাপি নিউ ইয়ারের শুভেচ্ছা জানিয়ে মমতা বলেন, "সকলে ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন।"

২০২৬ সালে রাজ্যের বিধানসভা ভোট। দলীয় সূত্রের খবর, সে কারণে ২০২৫ সালকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে শাসকদল। ১ জানুয়ারি দলের প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে এক মাস ব্যাপী একাধিক কর্মসূচি নিয়েছে শাসকদল। সাংগঠনিক ফাঁকফোকর ভরাটের পাশাপাশি জন প্রতিনিধিদের আরও বেশি করে নাগরিক পরিষেবার দিকে নজর দিতে বলা হয়েছে এবং প্রতিটি কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ আরও বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

সংসদ ভবনের সামনে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে সংসদ ভবনের সামনে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) দুপুরে। গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় তাকে রামমোহন লোহিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার শরীরের অধিকাংশ পুড়ে যাওয়ায় অবস্থাকে আশঙ্কাজনক বলে জানান চিকিৎসকরা।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানায়, যুবকটি সংসদ ভবনের সামনে একটি পার্কে নিজের শরীরে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। এরপর আগুনে জ্বলতে থাকা অবস্থাতেই তিনি সংসদ ভবনের দিকে ছুটে যান। এই ঘটনায় চারদিকে হৈচৈ পড়ে যায়।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে পেট্রোলের বোতল এবং দুই পৃষ্ঠার আধপোড়া সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে। তবে যুবকটি কেন এমন ভয়াবহ পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

দিল্লি পুলিশের এক কর্মকর্তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী, দগ্ধ যুবকের নাম জিতেন্দ্র (২৫-২৬)। তিনি উত্তর প্রদেশের বাগপতের বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, তার বিরুদ্ধে বাগপতে কয়েকটি মামলা নথিভুক্ত রয়েছে, যা তাকে মানসিক চাপে ফেলেছিল। এই চাপ থেকেই তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পুলিশ জানায়, রেলভবন চত্বরে যুবকটি যখন আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তখন পুলিশ কনস্টেবলসহ কয়েকজন সাধারণ মানুষ দ্রুত আগুন নিভিয়ে ফেলেন। বর্তমানে যুবকের অবস্থা গুরুতর এবং তদন্তকারীরা তার সুইসাইড নোটটি বিশ্লেষণ করে আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধান করছেন।

'ইন্ডিয়া' থেকে কংগ্রেসের বহিষ্কার চায় কেজরিওয়ালের দল!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারতের দিল্লি রাজ্যের বিধানসভা ভোটের আগে বিরোধী জোট ইন্ডিয়া'য় ফাটল আরো চওড়া হয়েছে। বিরোধী জোট থেকে কংগ্রেসকে বহিষ্কার করার দাবি তুলেছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি (আপ)। ইতোমধ্যেই জোটের সহযোগী দলগুলোর কাছে এ বিষয়ে বার্তা পাঠাতে শুরু করেছে আপ। বুধবার দিল্লির কংগ্রেস নেতা তথা এআইসিসির কোষাধ্যক্ষ অজয় মাকেন কেজরিওয়ালকে জালিয়াত বলেছিলেন। দলের তরফে 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করে গত এক দশকে আপের শাসনে দিল্লি দুর্নীতি এবং অনুন্নয়নের শিকার হয়েছে বলেও দাবি করেছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে মাকেন বলেন, কেজরিওয়ালের কোনও মতাদর্শ নেই। তিনি রাজনৈতিক স্বার্থে বিজেপির ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ, সিএএ, অভিন্ন দেওয়ানি বিধিকে সমর্থন করেছেন।

তারই 'জবাবে'

আপ নেতৃত্বের এই পদক্ষেপ বলে দাবি।

যে লোকপাল আন্দোলন করে কেজরির রাজনৈতিক উত্থান, সেই জনলোকপাল কেন আপ শাসিত দিল্লি এবং পঞ্জাবে গঠন করা হয়নি, সে প্রশ্নও তোলেন মাকেন। কেজরির বিরুদ্ধে কংগ্রেস নয়াদিল্লি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের পুত্র তথা সাবেক এমপি সন্দীপ দীক্ষিতকে প্রার্থী করেছে। ফলে দু'দলের টানাপড়েন তীব্র হয়েছে। সাত মাস আগে লোকসভা নির্বাচনে দিল্লিতে জোট বেঁধে লড়েছিল কংগ্রেস এবং আপ। কিন্তু কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির সাতটি আসনেই বিজেপি জিতেছিল। তার পরেই 'ইন্ডিয়া'র দুই

সহযোগীর বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। দিল্লির পড়শি হরিয়ানায় লোকসভা ভোটে জোট বেঁধে লড়লেও সেপ্টেম্বরের বিধানসভা ভোটে দু'দল আলাদা ভাবে লড়েছিল।

সংসদের সদ্যসমাপ্ত শীতকালীন অধিবেশনে ইন্ডিয়া'য় কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে তৃণমূল প্রশ্ন তুলেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের এমপিদের তোলা প্রশ্নে সায় দিয়েছে উত্তরপ্রদেশের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টিও (এসপি)।

সিনেমার খবর

দিলজিৎের কনসার্টে দীপিকার পাগলা নাচ, মুহূর্তেই ভাইরাল স্যোশাল মিডিয়ায়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

প্রথমবারের মতো মেয়ের মা হয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন। যার কারনে দীর্ঘদিন তাঁকে দেখা যায়নি প্রকাশ্যে। কিছুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে দীপিকা জানিয়েছিলেন, কন্যা দুয়াকে নিয়ে বেশ ব্যস্ত সময় যাচ্ছে তার। নতুন অতিথির আগমনের পর নতুন জীবনে মানিয়ে নিতে যথেষ্ট হিমশিম খাচ্ছেন দীপিকা, আর সে কথা সোজাসাপ্টাভাবেই জানিয়েছিলেন। সম্ভবত সেই কষ্ট কিছুটা হলেও উপশম হয়েছে। কেননা সম্প্রতি হঠাৎ করেই দিলজিৎ দোসাঞ্জের কনসার্টে হাজির হয়ে সবাইকে চমকে দিলেন দীপিকা।

৬ ডিসেম্বর দীপিকার নিজের শহর বেঙ্গালুরুতে কনসার্ট করেন দিলজিৎ। আর সেই মঞ্চে উঠে পাঞ্জাবি এই শিল্পীর সঙ্গে তাল মেলান দীপিকা। এসময় দীপিকাকে দেখা যায় ঢিলেঢালা ডেনিম প্যান্ট ও টি শার্টে। সেখানে দীপিকার আবির্ভাব ঘটে খোলা চুল, কানে দুল ও হাতে ঘড়ি। খুব সাধাসিধেভাবেই দেখা যায় দীপিকাকে।

যেমন করে মন খারাপের কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন তিনি একইভাবে আনন্দে দুই হাত মেলে নেচেছেন। সেখানেও হয়নি তার ব্যতিক্রম। একইভাবে তিনি ধরা দিলেন দিলজিতের অনুষ্ঠানে। পাঞ্জাবি শিল্পীর গানের সঙ্গে দীপিকার নাচ বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে ইতোমধ্যেই।

হঠাৎ দীপিকার আগমনে শ্রোতাদের মধ্যে আলোড়ন পড়ে যায়। দীপিকাকে কখনো মঞ্চের পেছনে, কখনো শ্রোতাদের মধ্যেও নাচতে দেখা যায়। মঞ্চে উঠে দিলজিতের সঙ্গে নাচার পাশাপাশি পাঞ্জাবি শিল্পীকে কন্নড় ভাষাও শেখান অভিনেত্রী।

এসময় দীপিকাকে দেখে দিলজিৎ বলেন, 'কত ভালো ভালো কাজ করেছেন। বড় পর্দায় তাঁকে আমরা দেখেছি। কখনো ভাবিনি, এত কাছ থেকে তাঁকে দেখব। কী মিষ্টি মানুষ! নিজের যোগ্যতায় বলিউডে জায়গা তৈরি করেছেন। তাঁকে অনেক ভালোবাসা। আমার অনুষ্ঠানে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।'

এবার বলিউডে অভিষেক হচ্ছে গোবিন্দপুত্রের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

বলিউডের খ্যাতিমান অভিনেতা গোবিন্দ। গত ৩৫ বছর ধরে অভিনয় ও নৃত্য দিয়ে দর্শকদের মাতিয়েছেন এই অভিনেতা। এবার তার ছেলের পালা! শোনা যাচ্ছে খুব শিগগির বলিউডে অভিষেক হতে যাচ্ছে গোবিন্দর ছেলে যশবর্ধন আহুজা। নতুন বছরে যশবর্ধন আহুজাকে দেখা যাবে সিনেমার পর্দায়।

পিঙ্কভিলা বলছে, হিন্দি চলচ্চিত্র শিল্পের জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী পরিচালক সাই রাজেশের আগামী সিনেমা দিয়ে অভিষেক হচ্ছে যশবর্ধন আহুজার। সিনেমাটি মূলত রোমান্টিক ঘরোনার।

সূত্র জানিয়েছে, 'এখনো নাম ঠিক না হওয়া প্রেমের গল্পটি গোবিন্দের উত্তরাধিকারের দ্বিতীয় প্রজন্মকে বড় পর্দায় নিয়ে আসবে। যশবর্ধন সিনেমাটির জন্য অডিশন দিয়েছিলেন এবং নিজের যোগ্যতায় তিনি সুযোগ পেয়েছেন। সিনেমাটি পরিচালনা করবেন সাই রাজেশ এবং প্রযোজনা করবেন মধু মান্তেনা আল্লু অরবিন্দ।'

সূত্রটি পিঙ্কভিলাকে জানিয়েছে, সিনেমাটির জন্য একজন নারী অভিনয়শিল্পীর খোঁজ চলছে। কারণ নির্মাতারা চাইছেন, দর্শকের সামনে একটি নতুন জুটিকে হাজির করতে।

সূত্রের তথ্য মতে, সিনেমাটির নারী চরিত্র খুঁজতে অডিশন নিচ্ছেন মুকেশ ছাবরা। কাস্টিং ডিরেক্টর এখন পর্যন্ত ১৪ হাজারের বেশি অডিশন ক্লিপ পেয়েছেন। ২০২৫ সালের গ্রীষ্মের মধ্যে নির্মাতারা সিনেমাটির শুটিং শুরু করতে চান। এজন্য যত দ্রুত সম্ভব নারী চরিত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।

সাই রাজেশ প্রযোজকদের সাথে প্রেমের গল্পের জন্য একটি আসল এবং প্রাণবন্ত সঙ্গীত অ্যালবাম তৈরি করার দিকে কাজ করছেন, কারণ প্রেমের গল্পে গানের প্রয়োজনীয়তা বোঝার জন্য। ফিল্মের আরও আপডেটের জন্য পিঙ্কভিলার সাথে থাকুন।

অভিষেকের সঙ্গে প্রতিদিনই ঝগড়া করেন ঐশ্বরিয়া

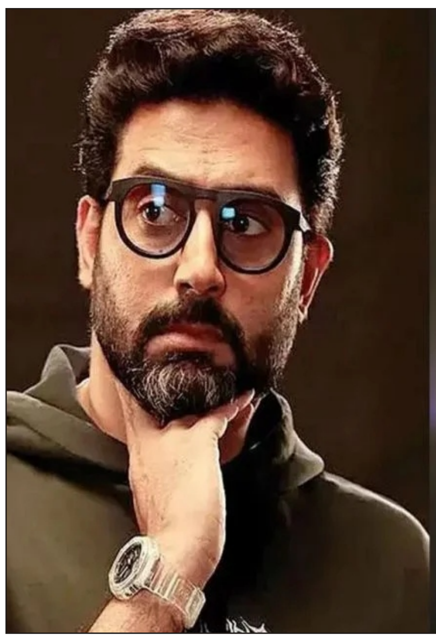

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

পুরো বছর ধরেই বি-টাউনে যে বিষয়টি নিয়ে কমবেশি চর্চা হয়েছে, তা হলো ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ও অভিষেক বচ্চনের বিচ্ছেদ প্রসঙ্গ। শোনা যাচ্ছে, বহুদিন ধরেই নাকি তারা আলাদা থাকেন। যদিও এই বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে এখনো কোনো নিশ্চিত বক্তব্য দেয়নি তারকা দম্পতির কেউই। তবে যা রটে, তার কিছু তো বটে! বিচ্ছেদের গুঞ্জনের মাঝে হঠাৎই একের পর এক সাক্ষাৎকার ভাইরাল হচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে। আবার কিছুদিন আগে অভিষেকের বিয়ের আংটি না পরা আঙুলের ছবি প্রকাশিত হওয়ার পর বিষয়টি আরো জোরালো হয়। সেখানে অভিষেক নিজেই বলেছিলেন, যতদিন আঙুলে আংটি থাকবে, ততদিন এই নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠবে না। কিন্তু সম্প্রতি আংটি তার আঙুলে না থাকায়, এই নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

এদিকে এক জনপ্রিয় ম্যাগাজিনে দেওয়া আরেক সাক্ষাৎকারও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখান থেকে জানা গেল, অভিষেকের সঙ্গে নাকি প্রতিদিনই ঝগড়া করেন ঐশ্বরিয়া। সেই সাক্ষাৎকারে ঐশ্বরিয়াকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে ঝগড়া হয় কি না? উত্তরে তিনি বিন্দুমাত্র না ভেবে বলেছিলেন, প্রতিদিন হয়। এমনকি প্রতি রাতে শুতে যাওয়ার আগে ঝগড়া হবে না, এমনটা হতেই পারে না। এখন একঘেয়ে হয়ে গেছে বিষয়টি।

তবে সেখানে পাশে বসে থাকা অভিষেক বচ্চন স্পষ্ট করে দেন, সে লড়াইয়ের মানে লড়াই নয়। এটা লড়াইয়ের থেকে অনেকাংশ বেশি অসম্মতি। সেগুলো কোনোটাই গুরুতর নয়। এগুলো তো স্বাস্থ্যকর। নয়তো সম্পর্ক খুব একঘেয়ে হয়ে পড়ে। তাই পিলো ফাইটটা তারা বজায় রেখেছেন।

কন্যা জন্মের পর থেকে অপরাধবোধে ভুগছেন বরুণ ধাওয়ান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

ভারতের বলিউড তারকা বরুণ ধওয়ান চলতি বছর কন্যা সন্তানের বাবা হন। সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বিষয়টি জানিয়েছেন অভিনেতা। তবে ঘরে ফুটফুটে সন্তান আসায় খুশির বন্যা বইলেও তিনি ভুগছেন অপরাধবোধে। বরুণ ধওয়ানের কথায়, 'আজকাল ভীষণ অপরাধবোধ ভুগছি। মেয়েকে কোলে নিয়ে ঘোরাতেও পারছি না। সারাদিন বড্ড মিস্ করি ওকে। এমনটা আগে কখনো কাউকে মিস্ করিনি যেটা মেয়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে।'

গেল ৩ জুন স্ত্রী নাতাশা দলালের কোলে এসেছে প্রথম সন্তান। বরুণ নিজেই সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে জানিয়েছিলেন, কন্যাসন্তানের বাবা হয়েছেন তিনি। তবে খুদে সদস্যের ছবি এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। মেয়ের নাম দিয়েছেন লারা।

বিয়ের আগে পোশাকশিল্পী নাতাশার সঙ্গে ১৪ বছরের বন্ধুত্ব ছিল বরুণের। ২০২১ সালে গাঁটছড়া বাঁধেন তারা। তিন বছরের মাথায় দেখেন সন্তানের মুখ। তবে বাবা হওয়ার পর থেকেই কাটছে ব্যস্ত সময়। সেকারণেই মেয়েকে সময় দিতে পারছেন না অভিনেতা। তাই তো জমেছে অপরাধবোধ।

রাহুল গান্ধীকে 'জিম ট্রেনার' বলে আক্রমণ কঙ্গনার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

বলিউড অভিনেত্রী ও ক্ষমতাসীন বিজেপির সংসদ সদস্য কঙ্গনা রানাউতের নিশানায় পরিণত হলেন ভারতের বিরোধীদলীয় নেতা রাহুল গান্ধী। বৃহস্পতিবার সংসদের ভেতরে সরকার ও বিরোধীপক্ষের ধস্তাধস্তিকে কেন্দ্র করে রাহুলকে এক হাত নিলেন অভিনেত্রী। ওই ঘটনায় সংসদের মধ্যেই বিজেপির সংসদ সদস্য প্রতাপচন্দ্র ষড়ঙ্গী আহত হন। ষড়ঙ্গীর অভিযোগ, সংসদ ভবনের মকর দ্বারের সামনে তাকে ধাক্কা মেরেছেন লোকসভার বিরোধীদলীয় নেতা রাহুল গান্ধী। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রাহুল। এই বিষয়ে এবার মুখ খুললেন বিজেপি সাংসদ অভিনেত্রী কঙ্গনা।

রাহুলকে কড়া ভাষায় কটাক্ষ করলেন কঙ্গনা। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, “খুব লজ্জাজনক ঘটনা। আমাদের একজন সাংসদের মাথায় আঘাত লেগেছে, সেলাইও পড়েছে। ওদের (কংগ্রেস) সহিংসতা আজ সংসদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।”

এমনকি রাহুলকে 'জিম'-এর প্রশিক্ষকের সঙ্গে তুলনাও করেন কঙ্গনা। অভিনেত্রীর দাবি, রাহুল নাকি সাংসদে এসেও নিজের পেশির জোর দেখান।

কঙ্গনা তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছেন, “সংসদে বিজেপির সংসদ সদস্যের উপর রাহুল গান্ধী হামলা করেছেন। এই লোকটা সংসদে নিজের হাতের পেশি দেখাতে দেখাতে আসেন। যেন কোনও 'জিম ট্রেনার'। এবার তো লোকজনকে ধাক্কা দিলেন, ঘুষিও মারলেন। রাহুল গান্ধীর কোনও সম্মান নেই।”

ঘটনার সূত্রপাত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আম্বেডকর-মন্তব্য থেকে। এ দিনের ঘটনায় মাথায় চোট পেয়েছেন ষড়ঙ্গী। সতীর্থ বিজেপি সাংসদ এবং লোকসভার কর্মীরা ধরাধরি করে বাইরে আনার পরে ষড়ঙ্গীকে দেখতে আসেন রাহুল। তার পর আহত সংসদ সদস্যকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ষড়ঙ্গী বলেন, “রাহুল গান্ধী এক সাংসদকে ধাক্কা মারেন। তিনি আমার গায়ের উপর পড়েন। ফলে আমি মাটিতে পড়ে যাই।”

বায়ার্নে চুক্তি নবায়ন করতে চান না মুসিয়ালা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

বর্তমান বিশ্বে যে সকল তরুণ খেলোয়াড় নজর কেড়েছেন তাদের মধ্যে জামাল মুসিয়ালা অন্যতম। বর্তমানে বায়ার্ন মিউনিখের প্রাণভোমরাই এই তরুণ। স্বাভাবিকভাবে তাকে ধরে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে জার্মান ক্লাবটি। কিন্তু এই ক্লাবের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করতে আগ্রহী হন তিনি।

আগামী ২০২৬ সালের গ্রীষ্মেই বায়ার্নের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ ফুরবে মুসিয়ালার। তাই তাকে ধরে রাখতে নতুন চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে ক্লাবটি। কিন্তু আপাতত এই ক্লাবের সঙ্গে নতুন চুক্তির কথা ভাবছেন না তিনি। সম্প্রতি জার্মান সংবাদমাধ্যম স্পোর্ট বি কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন এই তরুণ।

'অদূর ভবিষ্যতে কোন খবর হবে না। আমরা ইদানীং অনেক ম্যাচ খেলেছি, আমরা অনেক মণ করেছি। এখন আমার লক্ষ্য ম্যাচগুলোতে ফোকাস করা। বাহির থেকে অনেক চাপ থাকলেও আমি মাঠে মুক্ত থাকতে চাই,' স্পোর্ট বি কে এমনটাই বলেছেন মুসিয়ালা।

তবে বায়ার্নের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করার বিষয়টি একেবারেই উড়িয়ে দেননি ২১ বছর বয়সী এই তরুণ। সামগ্রিকভাবে, সমস্ত পরামিতি তার জন্য সঠিক হলে তার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে বলে জানান তিনি, 'আমি যদি বায়ার্নের সঙ্গে আমার চুক্তি পুনর্নবীকরণ করি, তবে এটি হবে আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং আমার লক্ষ্য।'

কোন দলে যোগ দিতে চান জানতে চাইলে বলেন, 'যখন আমি ছোট ছিলাম, তার (মেসির) বেশ কয়েকটি জার্সি ছিল এবং সবসময় মেসিরই পরতাম। আমার কাছে নেইমারেরও একটি ছিল, কিন্তু মেসি ছিলেন আমার নায়ক, আমার প্রিয় খেলোয়াড়।'

আর এই আর্জেন্টাইনের জন্য বার্সেলোনার প্রতি আলাদা দুর্বলতা কাজ করে বলেও জানান এই তরুণ, 'আমার পছন্দের দল ছিল বার্সেলোনা, আমার প্রিয় দল। মেসির সঙ্গে জাভি, ইনিয়েস্তা এবং বুসকেতসের মাঝমাঠের খেলা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমি তাদের খেলা দেখতে পছন্দ পারতাম এবং এখনও করি।'

ইংলিশ লিগ কাপ

ম্যানইউকে বিদায় করে 'আনন্দ'র রেণু ছড়িয়ে দিল টটেনহ্যাম

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

খেলা চলছিল টটেনহ্যাম হটস্পারের মাঠে। স্বাগতিকরা এগিয়ে গিয়েছিল ৩-০ গোলে। তাই তো ৬২ মিনিট পর্যন্ত ধরেই নেওয়া হয়েছিল স্পারদের জয়টা নিশ্চিত। স্বাগতিকদের হয়ে ডাবল গোল করেন ডমিনিক সোলাঙ্কি। অন্য গোলটি এনে দেন দেজান কুলুসোভস্কি। নাটকীয়তার সূত্রপাত এরপরই। ৬৩ থেকে ৭০ এই সাত মিনিটের মধ্যে ম্যাচের চিত্রনাট্য পাল্টে যায়। ২ গোল শোধ করে ম্যাচের মোড় গড়িয়ে দেয় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। রেড ডেভিলরা গোল দুটি পায় জশুয়া জিরেকজে ও আমাদ দিয়ালোর কল্যাণে।

ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে আগের ম্যাচের স্মৃতিই যেন পুনর্মঞ্চায়নের আভাস দিয়ে যাচ্ছিল ইউনাইটেড। পিছিয়ে পড়েও ঘ্রাণ পাচ্ছিল জয়ের। তবে ৮৮ মিনিটে সন হিউং-মিন গোল ব্যবধান বাড়িয়ে ৪-২ এ নিয়ে যান। এ কারণে অতিথি ও ট্রাফোর্ড শিবিরের জয়ের সম্ভাবনা একটু কমে যায়। তারপরও হতাশ হয়ে পড়েনি ইউনাইটেড। ইনজুরি টাইমের ৪ মিনিট জালে বল জড়িয়ে দেন জনি ইভান্স। অবিশ্বাস্য কিছুর সম্ভাবনায় তার এই গোল যেন জিয়নকাঠি স্পর্শ করানোর মতোই। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তেমন কিছু হয়নি। কারাবাও কাপের সেমিতে ওঠার লড়াইয়ে ইউনাইটেডকে ৪-৩ গোলে হারিয়েছে টটেনহাম। ইংলিশ লিগ কাপ (কারাবাও কাপ) শেষ আট থেকেই বিদায় নিয়েছে রেড ডেভিলরা।

ফুটবল হলো গোলের খেলা। জালে বল না জড়ালে আনন্দটাই মিলিয়ে যায়। এই ম্যাচ তো ফুটবলের সেই আনন্দের রোমাঞ্চের রেণু ছড়িয়ে দিয়েছে দারুণভাবে। ম্যাচ শেষে দলের কোচ অ্যাঞ্জ পোস্তেকোগলু তাই তো বললেন, 'আমি ফুটবল ভালোবাসি এবং যারা আনন্দ দেওয়ার জন্য মাঠে খেলতে নামে, তাদের খেলা দেখতে পছন্দ করি। আমরাও সাফল্য চাই, তবে সেটা সম্ভব হবে না যদি আমরা সবকিছু এমন জটিল করে ফেলি। কিন্তু এমনও না যে আমরা মাঠে নেমে ১-০ গোলের জয়ের জন্য খেলব।'

'আপনারা কি আনন্দ পাননি?' ম্যাচ শেষে প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়েছেন টটেনহাম কোচ পোস্তেকোগলুর। ম্যাচটা যারা দেখেছেন, পোস্তেকোগলুর প্রশ্নের উত্তরে তারা সবাই সন্দেহ নেই মাথা নুয়াবেন।

এমন ম্যাচ তো সব সময় মিলে না। যেখানে জয়-পরাজয় ছাপিয়ে আনন্দটাই মূখ্য হয়ে ওঠে। ইউনাইটেড ও তাদের সমর্থকরা সেই আনন্দ উপভোগ করতে পারেনি। তবে অন্য সবার এই ম্যাচ দেখে মন ভরে যাওয়ার কথা। স্পার্স সমর্থক হলে তো কোনো কথাই নেই!

ইউনাইটেড কোচ রুবেন আমোরিম এ হারের জন্য দায়ী করেছেন ৮ মিনিটের ব্যর্থতাকে, 'ম্যাচজুড়ে আমরা সেরা দল ছিলাম না। কিন্তু কিছু কিছু অংশে আমরাই সেরা ছিলাম। আমার ধারণা ম্যাচের ৮ মিনিট (৪৬ থেকে ৫৪ মিনিট) আমরা ম্যাচে ছিলাম না, যা পুষিয়ে ওঠা সত্যিই কঠিন ছিল। তবে ছেলেরা অনেক চেষ্টা করেছে।'

বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজ

ব্যাটারদের দৃঢ়তায় বক্সিং ডে টেস্টের প্রথমদিন অস্ট্রেলিয়ার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

মেলবোর্ন ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগের দুটি টেস্টেই জিতেছে ভারত। ২০১১ সালের পর থেকে এই মাঠে ভারতকে হারাতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। তবে এবারের মেলবোর্ন টেস্ট একটু ভিন্নভাবেই শুরু করেছে অস্ট্রেলিয়া। আজ বৃহস্পতিবার বক্সিং ডে টেস্টে দিনের সব আলো কেড়েছেন অভিষিক্ত স্যাম কনস্টাস। আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে ফিফটি তুলে নেন ১৯ বছর বয়সী এই অজি ওপেনার। সেইসঙ্গে স্টিভেন স্মিথের ব্যাটে ভর করে প্রথম দিন শেষে ভালো অবস্থানে আছে স্বাগতিকরা। ৬ উইকেট হারিয়ে ৩১১ রান সংগ্রহ করেছে অজিরা।

মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়াকে উড়ন্ত শুরু এনে দেন দুই ওপেনার কনস্টাস ও উসমান খাজা। আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে ৫২ বলে ফিফটি তুলে নেন অভিষিক্ত কনস্টাস। উদ্বোধনী জুটিতে ৮৯ রান সংগ্রহ করেন এই দুই ওপেনার। ৬৫ বলে ৬০ রান করে রবীন্দ্র জাদেজার বলে আউট হয়ে সাজঘরে ফিরে যান কনস্টাস। এরপর ক্রিজে আসা মার্নাস লেবুশানেকে সঙ্গে নিয়ে রানের চাকা সচল রাখেন খাজা। দ্বিতীয় উইকেটে লেবুশানেকে নিয়ে ৬৫ রানের জুটি গড়েন খাজা। বুমরাহ এসে থামান ৫৭ করা খাওয়াজাকে। স্টিভেন স্মিথ-লাবুশান মিলে গড়েন ৮৪ রানের জুটি। তবে দ্রুতই তিন উইকেট তুলে নিয়ে লড়াই করার আভাস দেয় ভারত। ৭২ রান করা লেবুশানেকে সাজঘরে ফেরান ওয়াশিংটন সুন্দর। আর রানের খাতা খোলার আগেই বুমরাহর বলে বো হন ট্রাভিস হেড। হেডকে ফেরানোর পরের ওভারেই মার্শকে ফেরান বুমরাহ।

তার বলে খোঁচা দিয়ে উইকেটরক্ষক ঋষভ পান্তকে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন মার্শ। ১৩ বলে চার রান আসে মার্শের ব্যাটে। পঞ্চম উইকেট পড়ার পর আবার খেলায় ফিরে অস্ট্রেলিয়া। অ্যালেক্স ক্যারির সঙ্গে ৫৩ রানের জুটি গড়েন স্মিথ। নতুন বলে প্রথম বার বল করতে এসেই উইকেট নেন ভারতের পেসার আকাশ দিপ। তার অফ স্টাম্প তাক করা লেংথ ডেলিভারিতে খোঁচা মেরে ফিরে যান ক্যারি। ফেরার আগে ৪১ বলে ৩১ রান করেন এই উইকেটরক্ষক।

এর মধ্যে হাফ সেঞ্চুরি তুলে নেন স্টিভ স্মিথ। আগের টেস্টের সেঞ্চুরিয়ান স্মিথ এ দিন হাফ সেঞ্চুরি তুলে নেন ৭১ বলে। ১১১ বলে ৬৮ রানে অপরাজিত আছেন স্মিথ। সঙ্গী কামিন্স অপরাজিত আছেন আট রানে। ভারতের হয়ে ৭৫ রান খরচায় তিন উইকেট নেন বুমরাহ।

অশ্বিনের অবসর নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য তার বাবার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে চলমান বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজের মাঝেই আচমকা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন ভারতের স্পিনিং অলরাউন্ডার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়া-ভারতের তৃতীয় টেস্ট ড্রয়ের পর এই ঘোষণা দেন ম্যান ইন ব্লুদের ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই স্পিনার। তার এমন ঘোষণায় ক্রিকেটভক্তদের মতো অশ্বিনের বাবা রবিচন্দ্রনও অবাক হয়েছেন, যা নিয়ে বিস্ফোরক এক মন্তব্য করেছেন তিনি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম 'নিউজ১৮'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রবিচন্দ্রন বলেন, 'আমিও আসলে একদম শেষ মুহূর্তে জেনেছি। তার (অশ্বিন) মনে কী চলছিল, আমি জানি না। সে এসেই (অবসরের) ঘোষণা দিয়ে দিলো। আমিও আনন্দের সঙ্গে সেটি মেনে নিয়েছি। যা নিয়ে আমার বিশেষ কোনো অনুভূতি নেই। কিন্তু সে যেভাবে অবসর নিলো, তা নিয়ে আমার একটি অংশ খুশি, আরেকটি অংশ খুশি নয়। কারণ, সে খেলাটা আরো চালিয়ে নিতে পারত।'

এদিকে অশ্বিন কেন হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত নিলেন, তা নিয়ে কিছুই স্পষ্ট করেননি তিনি। তবে তার ধারণা, বিদ্রুপের শিকার হয়ে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে অশ্বিন।

রবিচন্দ্রনের ভাষ্যমতে, 'এটি (অবসর) একমাত্র তারই (অশ্বিন) চাওয়া ও আকাঙ্ক্ষার বিষয়, আমি তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারি না। কিন্তু তার হঠাৎ ঘোষণার পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। শুধু অশ্বিনই জানে সেটি, সম্ভবত বিদ্রুপের কারণে!'

অন্যদিকে হঠাৎ এমন ঘোষণা এলেও আগে থেকেই যে অশ্বিন মানসিকভাবে অবসরের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তা রোহিত শর্মার কথায় স্পষ্ট।

ভারতীয় অধিনায়ক জানান, 'আমি যখন পার্থে (প্রথম টেস্টের পর) আসি, আমাদের আলোচনার মাঝে আমি তাকে পিঙ্ক বল (দ্বিতীয়) টেস্ট পর্যন্ত তাকে থাকতে বলি এবং তার পর তো এটাই ঘটলো৷ তার অনুভূতিটা ছিল এমন-'যদি সিরিজে আমার প্রয়োজন না থাকে, ভালো হয় যে আমি খেলাটিকে বিদায় বলে দিই'।'

রোহিত আরো বলেন, 'ভারত জাতীয় দলে যার অনেক স্মৃতি ও স্মরণীয় মুহূর্ত রয়েছে, তার মতো এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় আমাদের জন্য বড় কিছু। তিনি আমাদের বড় ম্যাচ জয়ের নায়ক। তাই নিজের অবসরের সিদ্ধান্তটা তারই নেওয়ার পুরো অধিকার আছে, যদি সেটি এখনই হয়ে থাকে, তবে তাই হোক।;

এর আগে, সংবাদ সম্মেলনে এসে অশ্বিন বলেন, 'আমার এখানে আসার কথা ছিল না। কিন্তু একটা কথা সকলকে জানানোর জন্য এসেছি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এটাই আমার শেষ দিন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে আমি অবসর নিচ্ছি।'

টেস্টে ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি অশ্বিন। ১৩ বছরের ক্যারিয়ারে ১০৬ টেস্ট খেলে ৫৩৭ উইকেট শিকার করেছেন এই স্পিনার। অনিল কুম্বলের (৬১৯) পর তিনিই সাদা পোশাকে ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছেন। এ ছাড়া ১১৬ ওয়ানডেতে ১৫৬ ও ৬৫ টি-টোয়েন্টিতে ৭২ উইকেটও তার ঝুলিতে রয়েছে। টেস্টে ৬ সেঞ্চুরিতে অশ্বিনের সংগ্রহ ৩ হাজার ৫০৩ রান। এর সঙ্গে ফিফটি ১৪টি। এ ছাড়া মুত্তিয়া মুরালিধরনের সঙ্গে যৌথভাবে রেকর্ড ১১ বার প্লেয়ার অব সিরিজ হওয়ার কীর্তিও রয়েছে তার।

পগবার ভাই ম্যাথিয়াসের ৩ বছরের কারাদণ্ড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

অপহরণ ও চাঁদাবাজির মামলায় ফরাসি ফুটবল তারকা পল পগবার ভাই ম্যাথিয়াস পগবাকে তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে প্যারিসের অপরাধ আদালত। বৃহস্পতিবার এই রায় ঘোষণা করা হয়।

এর মধ্যে ম্যাথিয়াসকে দুই বছর জেল খাটতে হয়েছে, বাকি এক বছর গৃহবন্দি অবস্থায় পুলিশি নজরদারিতে থাকবেন তিনি। ২০২২ সালে পগবাকে বন্দুকের মুখে তুলে নিয়ে ১৩ মিলিয়ন ইউরো দাবি করা হয়। তদন্তে ম্যাথিয়াসসহ আরও পাঁচজন অভিযুক্ত হন। তাদের মধ্যে রুশদেনকে প্রধান ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত করে আট বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় ১ লাখ ৯৭ হাজার ইউরোর আর্থিক ক্ষতির শিকার হন পগবা। অভিযুক্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। এই শাস্তিকে কঠোর উল্লেখ করে আপিলের ঘোষণা দিয়েছেন ম্যাথিয়াসের আইনজীবী। বর্তমানে ডোপ নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে পেশাদার ফুটবলে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন পল পগবা।

শুরুতে গোল হজম, তিন গোলে প্রত্যাবর্তন; জয় দিয়েই বছর শেষ মোহনবাগানের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে ছিল মোহনবাগান। সব মিলিয়ে আট ম্যাচে অপরাজিত। কিন্তু গত ম্যাচে গোয়ায় গণ্ডগোল। টানা পাঁচটি জয়ের পর হারে জোরালো ধাক্কা লেগেছিল। দিল্লিতে পঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে নেমেছিল সবুজ মেরুন। বক্সিং ডে ম্যাচের শুরুতেই ধাক্কা। সবুজ মেরুন ডিফেন্সে চূড়ান্ত ভুল বোঝাবুঝি। ম্যাচের মাত্র ১২ মিনিটেই রিকির সৌজন্যে লিড নেয় পঞ্জাব এফসি। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে ২০ বছরের রিকির প্রথম গোল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে প্রত্যাবর্তন এবং ৩ গোল। তিন পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়ল। জয় দিয়ে বছর শেষ মোহনবাগানের।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই বক্সের কাছাকাছি ফি-কিক পায় মোহনবাগান। সমতা ফেরানোর সেরা সুযোগ। পঞ্জাব এফসি গোলকিপার বল ফিস্ট করেন। কর্নার থেকে সমতা ফেরায় মোহনবাগান। কর্নার কিক নেন কামিংসই। মাপা ক্রসে হেড আলবার্তো রডরিগেজের। ৪৮ মিনিটেই স্কোর লাইন ১-১। এক মিনিটের ব্যবধানে পরপর হলুদ কার্ড পঞ্জাবের স্ট্রাইকার এজাকুয়েল ভিদালকে। ৫১ মিনিটে ভিদালের রেড কার্ডে দশজনে পরিণত হয় পঞ্জাব।

স্বাভাবিক ভাবেই ডিফেন্সিভ মোডে চলে যায় পঞ্জাব। মাঝে মাঝে কাউন্টার অ্যাটাক। যদিও রেফারির ভুল সিদ্ধান্তে পেনাল্টি পায় মোহনবাগান। অনিরুদ্ধ থাপাকে ফাউলের জন্য পেনাল্টি দেওয়া হয়েছিল। রিপ্লে-তে পরিষ্কার ধরা পড়েছে, অনিরুদ্ধকে ফাউল নয়, ডাইভ দিয়েছিলেন। রেফারি রাহুল কুমার গুপ্তা পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন। জেমি ম্যাকলারেনের স্পট কিকে ৬৫ মিনিটে ২-১ লিড নেয় মোহনবাগান।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR